দৈনিক ইত্তেফাক 147
তারিখ 07 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ক্যাম্পাস

এই শান্তি যেন ক্ষণভঙ্গুর না হয়

আনোয়ার আলদীন ।। দীর্ঘ ১৬ দিন অচলাবস্থার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিবদমান ছাত্রদল ও ছাত্রলীগসহ কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহা কতদিন স্থায়ী হইবে। এই প্রশ্ন অনেকের। ইতিপূর্বে কয়েক দফা এই ধরনের সমঝোতা হইয়াছে, কিন্তু দিবসের সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই আবার অশান্ত হইয়া উঠিয়াছে ক্যাম্পাস। গত বৃহস্পতিবার সমঝোতা চুক্তির পরও আবাসিক হলগুলিতে সন্ত্রাসীদের অবস্থানের নড় চড় হয় নাই। পুলিশের সহিত রাতভর হল গেট পাহারা দিতেছে হল নিয়ন্ত্রক সংগঠনের 'ক্যাডাররা'। সমঝোতা চুক্তির শর্তানুযায়ী হল হইতে বহিরাগত ও অছাত্র মুক্ত করার লক্ষ্যে পরিচয়পত্র নিরীক্ষা করিয়া আবাসিক ছাত্রদের হলের

(১১শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এই শান্তি যেন

(১ম পৃঃ পর)

স্ব-স্ব সীটে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। আগামী কাল (রবিবার) হলসমূহ হইতে বহিরাগত মুক্ত প্রক্রিয়া শুরু হইবে। সকল হলের ছাত্রদের কিছুক্ষণের জন্য হল ছাড়িতে হইবে। পরে বিভিন্ন সংগঠনের ছাত্র নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে পরিচয়পত্র দেখিয়া সংশ্লিষ্ট হল প্রভোষ্ট ও শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রদের হলে প্রবেশ করাইবেন। পরবর্তী দুই সপ্তাহ ধরিয়া চলিবে এই 'বিশুদ্ধ' অভিযান। ইতিপূর্বে সর্বশেষ ১৯৯১ সালে ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে ভয়াবহ বন্দুকযুদ্ধে মীর্জা গালিবসহ ৩ জন নিহত হওয়ার পর হলগুলিতে একই ধরনের বহিরাগতমুক্ত অভিযান চলে। কিন্তু উহার কোন সফলতা আসে নাই। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা রাত ১১টা পর্যন্ত হল গেটে দাড়াইয়া ছাত্রদের পরিচয়পত্র নিরীক্ষণ করিতেন।

শিক্ষকরা হল ত্যাগের পর পরই বহিরাগত সশস্ত্র ক্যাডাররা আবার হলে প্রবেশ করিত এবং দৌরাত্ম্য অব্যাহত রাখিত। এইভাবে লুকোচুরি খেলা চলিয়াছে। ফলে '৯১ সালে কর্তৃপক্ষীয় ঐ প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়েই আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠে ক্যাম্পাস।

এইবারও একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে যাইতেছেন কর্তৃপক্ষ। বহিরাগত মুক্ত এই সমঝোতার বাহিরে অপর যে শর্তগুলি রহিয়াছে উহা ইতিপূর্বে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ অনেক বারই মধুর ক্যান্টিনে ও ভিসির উপস্থিতিতে ভিসি ভবনে চুক্তি করিয়াছেন। কিন্তু ঐ চুক্তি কেবল কাগজের পটেই উৎকীর্ণ থাকিয়াছে। কার্যক্ষেত্রে অবয়ব পায় নাই। গত ২০শে আগষ্টও ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগের মধ্যে মধুর ক্যান্টিনে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। সেই সমঝোতায় ছিল এই ১০ দফার অনুরূপ। কিন্তু দুপুরে সমঝোতা করিয়া অপরাহ্নেই সংঘাতে জড়াইয়া পড়ে দুই সংগঠন।

দেখা গিয়াছে, ক্যাম্পাসের ক্রিয়াশীল বৃহৎ সংগঠনগুলির সাধারণ কর্মীদের উপর নেতাদের কোনরকম নিয়ন্ত্রণ নাই। নেতারা আলোচনার টেবিলে সমঝোতা চুক্তি করেন আর কর্মীরা রণধ্বস্তুতি লইতে থাকে।

গত বৃহস্পতিবার ভিসির উপস্থিতিতে ক্রীয়াশীল বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ১০ দফার যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে উহার মাধ্যমে ক্যাম্পাসে শান্তি ফিরিয়া আসিবে বলিয়া ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর শহীদ উদ্দিন আহমদ গতকাল (শুক্রবার) আশা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ছাত্র সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলগুলির আন্তরিকতা থাকিলে ক্যাম্পাসে আর সন্ত্রাস হইবে না। বহিরাগত ও অছাত্র মুক্ত প্রক্রিয়ার ফল স্থায়ী হইবে। ভিসি বলেন, আমরা সকলের সহযোগিতা পাইতেছি। আশা করি ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে।